ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ২য় পত্র: আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

سورة الشعراء (সূরা আশ শুআরা)

প্রশ্ন: ৪১ | আয়াত নং ১ - ৯:

طسم - تلك ايت الكتب المبين - لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين - ان نشأ ننزل عليهم من السماء اية فظلت اعناقهم لها خضعين - وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين - فقد كذبوا فسيأتيهم انبؤا ما كانوا به يستهزءون - او لم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم - ان فى ذلك لاية - وما كان اكثرهم مؤمنين - وان ربك لهو العزيز الرحيم -

প্রশ্ন: ৪২ | আয়াত নং ১০ - ১৭:

واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظلمين - قوم فرعون - الا يتقون - قال رب انى اخاف ان يكذبون - ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى فارسل الى هرون - ولهم على ذنب فاخاف ان يقتلون - قال كلا فاذهبا بايتنا انا معكم مستمعون - فأتيا فرعون فقولا انا رسول رب العلمين - ان ارسل معنا بنى اسراءيل -

প্রশ্ন: ৪৩ | আয়াত নং ১৮ - ২৪:

قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين - وفعلت فعلتك التى فعلت وانت من الكفرين - قال فعلتها اذا وانا من الضالين - ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين - وتلك نعمة تمنها على ان عبدت بنى اسراءيل - قال فرعون وما رب العلمين - قال رب السموت والارض وما بينهما - ان كنتم موقنين - قال لمن حوله الا تستمعون -

প্রশ্ন: ৪৪ | আয়াত নং ৫২ - ৬০:

واوحينا الى موسى ان اسر بعبادى انكم متبعون - فارسل فرعون فى المدائن حشرين - ان هؤلاء لشرذمة قليلون - وانهم لنا لغائظون - وانا

لجميع حذرون - فاخرجناهم من جنت وعيون - وكنوز ومقام كريم - كذلك - واورثنها بنى اسراءيل - فاتبعوهم مشرقين -

প্রশ্ন: ৪৫ | আয়াত নং ৬১ - ৬৮:

فلما تراء الجمعن قال اصحب موسى انا لمدركون - قال كلا ان معى ربى سيهدين - فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر - فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم - وازلفنا ثم الاخرين - وانجينا موسى ومن معه اجمعين - ثم اغرقنا الاخرين - ان فى ذلك لاية - وما كان اكثرهم مؤمنين - وان ربك لهو العزيز الرحيم -

প্রশ্ন: ৪৬ | আয়াত নং ১০৫ - ১২২:

كذبت قوم نوح المرسلين - اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون - انى لكم رسول امين - فاتقوا الله واطيعون - وما اسئلكم عليه من اجر - ان اجرى الا على رب العلمين - فاتقوا الله واطيعون - قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون - قال وما علمى بما كانوا يعملون - ان حسابهم الا على ربى لو تشعرون - وما انا بطارد المؤمنين - ان انا الا نذير مبين - قالوا لئن لم تنته ينوح لتكونن من المرجومين - قال رب ان قومى كذبون - فافتح بينى وبينهم فتحا ونجنى ومن معى من المؤمنين - فانجينه ومن معه فى الفلك المشحون - ثم اغرقنا بعد البقين - ان فى ذلك لاية - وما كان اكثرهم مؤمنين - وان ربك لهو العزيز الرحيم -

প্রশ্ন: ৪৭ | আয়াত নং ১৪১ - ১৫২:

كذبت ثمود المرسلين - اذ قال لهم اخوهم صلح الا تتقون - انى لكم رسول امين - فاتقوا الله واطيعون - وما اسئلكم عليه من اجر - ان اجرى الا على رب العلمين - اتتركون فى ما ههنا امنين - فى جنت وعيون - وزروع ونخل طلعها هضيم - وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين - فاتقوا الله واطيعون - ولا تطيعوا امر المسرفين - الذين يفسدون فى الارض ولا يصلحون[১৫, ১৬] -

প্রশ্ন: ৪৮ | আয়াত নং ১৭৬ - ১৮৯:

كذب اصحب لئيكة المرسلين - اذ قال لهم شعيب الا تتقون - انى لكم رسول امين - فاتقوا الله واطيعون - وما اسئلكم عليه من اجر - ان اجرى

الا على رب العلمين - اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين - وزنوا بالقسطاس المستقيم - ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا فى الارض مفسدين - واتقوا الذى خلقكم والجبلة الاولين - قالوا انما انت من المسحرين - وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكذبين - فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصدقين - قال ربى اعلم بما تعملون - فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة - انه كان عذاب يوم عظيم -

প্রশ্ন: ৪৯ | আয়াত নং ২২৪ - ২২৭:

والشعراء يتبعهم الغاون - الم تر انهم فى كل واد يهيمون - وانهم يقولون ما لا يفعلون - الا الذين امنوا وعملوا الصلحت وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا - وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون

প্রশ্ন-৪১ | আয়াত নং ১ - ৯
(طسم... থেকে ...وان ربك لهو العزيز الرحيم পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

সূরা আশ শুয়ারা মক্কায় অবতীর্ণ একটি সুদীর্ঘ সূরা। সূরার শুরুতে কুরআনের মাহাত্ম্য এবং কাফেরদের ঈমান না আনার কারণে মহানবী (সা.)-এর যে মনোবেদনা ছিল, তা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এখানে তাঁর কুদরতের নিদর্শন তুলে ধরেছেন।

২. অনুবাদ:

ত্বা-সীন-মীম। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (হে নবী!) তারা মুমিন হচ্ছে না বলে আপনি হয়তো মনস্তাপে নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন। আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে আকাশ থেকে তাদের নিকট এমন এক নিদর্শন (মুজিজা) নাজিল করতাম, যার ফলে তাদের ঘাড় তার প্রতি বিনত হয়ে যেত। যখনই দয়াময়ের পক্ষ থেকে তাদের কাছে কোনো নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা তো মিথ্যারোপ করেছে, সুতরাং শীঘ্রই তাদের কাছে সেই (আজাবের) সংবাদ আসবে যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তারা কি জমিনের দিকে লক্ষ্য করে না? আমি তাতে প্রত্যেক প্রকারের কত কল্যাণকর জোড়া উদ্ভিদ উদ্গত করেছি। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। আর নিশ্চয়ই আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৩. তাফসীর:

- **হুরুফে মুকাত্তায়াত:** 'ত্বা-সীন-মীম' হলো হুরুফে মুকাত্তায়াত, যার প্রকৃত অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন। তবে এটি কুরআনের অলৌকিকতার চ্যালেঞ্জ।

- **নবীর সান্ত্বনা:** কাফেররা ঈমান না আনায় নবীজি (সা.) খুব কষ্ট পেতেন। আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, হেদায়েত আল্লাহর হাতে। জোর করে কাউকে মুমিন বানানো আল্লাহর নীতি নয়।

- **নিদর্শন:** আল্লাহ চাইলে এমন মুজিজা দেখাতে পারতেন যা দেখে সবাই মাথা নত করতে বাধ্য হতো (যেমন মাথায় পাহাড় তুলে ধরা), কিন্তু তিনি

চান মানুষ স্বেচ্ছায় ঈমান আনুক। মৃত জমিন থেকে জোড়ায় জোড়ায় উদ্ভিদ জন্মানো আল্লাহর একত্ববাদের এক চাক্ষুস প্রমাণ।

৪. সারসংক্ষেপ:

কুরআন স্পষ্ট ও সত্য কিতাব। কাফেরদের হঠকারিতায় নবীর বিচলিত হওয়া উচিত নয়। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি উদ্ভিদ আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষী।

প্রশ্ন-৪২ | আয়াত নং ১০ - ১৭
(واذ نادى ربك موسى... থেকে ...ان ارسل معنا بنى اسراءيل পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

এই আয়াতগুলোতে হযরত মুসা (আ.)-কে নবুওয়াত প্রদান এবং ফেরাউনের দরবারে সত্যের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসা (আ.)-এর মানবিক ভয় এবং হারুন (আ.)-এর সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি এখানে ফুটে উঠেছে।

২. অনুবাদ:

আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব মুসাকে ডেকে বললেন, "তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও—ফেরাউনের কওমের কাছে; তারা কি ভয় করে না?" মুসা বলল, "হে আমার রব! আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। এবং আমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে আসছে আর আমার জিহ্বা তো সাবলীল নয়; সুতরাং আপনি হারুনের প্রতিও ওহী পাঠান। আর আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি (হত্যার) অভিযোগ আছে, তাই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।" আল্লাহ বললেন, "কখনোই নয়! তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও; আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি সবকিছু শুনছি। তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও এবং বলো, 'আমরা তো বিশ্বজগতের রবের রাসূল। তুমি আমাদের সাথে বনী ইসরাইলকে যেতে দাও'।"

৩. তাফসীর:

- **দায়িত্ব অর্পণ:** আল্লাহ মুসা (আ.)-কে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্বৈরাচার ফেরাউনের কাছে তাওহীদের দাওয়াত দিতে নির্দেশ দেন।

- **মানবিক ভয়:** মুসা (আ.) অতীতে ভুলবশত এক কিবতিকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভয় পাচ্ছিলেন। এছাড়া তাঁর মুখে কিছুটা জড়তা ছিল, তাই তিনি তাঁর ভাই হারুন (আ.)-কে সহযোগী হিসেবে চেয়েছিলেন।

- **আল্লাহর অভয়:** আল্লাহ তাঁকে 'কাল্লা' (কখনোই না) বলে নিশ্চয়তা দিলেন যে, ফেরাউন তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর সাহায্য ও শোনা মানে হলো তিনি সর্বদা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

৪. সারসংক্ষেপ:

আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে গেলে বাধা ও ভয় আসবেই। তবে আল্লাহর ওপর ভরসা এবং যোগ্য সঙ্গীর সহায়তা সেই ভয় দূর করে দেয়। মূল লক্ষ্য হলো জালেম শাসকের কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করা।

প্রশ্ন-৪৩ | আয়াত নং ১৮ - ২৪
(قال الم نربك فينا ...قال لمن حوله الا تستمعون... থেকে পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

ফেরাউনের রাজদরবারে মুসা (আ.) এবং ফেরাউনের মধ্যকার ঐতিহাসিক কথোপকথন এই আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। ফেরাউনের খোঁটা এবং মুসা (আ.)-এর সাহসিকতাপূর্ণ জবাব এখানে শিক্ষণীয়।

২. অনুবাদ:

ফেরাউন বলল, "আমরা কি তোমাকে আমাদের মধ্যে শিশু হিসেবে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ। আর তুমি সেই কাজটি করেছ যা তুমি করেছ (মানুষ হত্যা); তুমি তো অকৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত।" মুসা বলল, "আমি তো তখন সেই কাজটি করেছিলাম যখন আমি বিভ্রান্ত (অনিচ্ছাকৃত ভুলকারী) ছিলাম। অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তখন আমি তোমাদের থেকে পালিয়ে গেলাম। এরপর আমার রব আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর আমার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহের খোঁটা দিচ্ছ, তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে দাসে

পরিণত করে রেখেছ।" ফেরাউন বলল, "বিশ্বজগতের রব আবার কী?" মুসা বলল, "তিনি আসমানসমূহ ও জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।" ফেরাউন তার আশেপাশের লোকদের বলল, "তোমরা কি শুনছ না (সে কী অদ্ভুত কথা বলছে)?"

৩. তাফসীর:

- **ফেরাউনের খোঁটা:** ফেরাউন মূল বিষয় এড়িয়ে মুসা (আ.)-এর অতীত তুলে ধরে বলল, 'আমি তোমাকে খাওয়ালাম, পরালাম, আর তুমি আজ আমার বিরুদ্ধাচরণ করছ?'
- **মুসা (আ.)-এর জবাব:** মুসা (আ.) বললেন, রাজপ্রাসাদে আমার বড় হওয়া তো তোমার জুলুমের ফল। তুমি বনী ইসরাইলের শিশুদের হত্যা করতে বলেই তো আমাকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা অনুগ্রহ নয়, বরং তোমার অপরাধ।
- **রব-এর পরিচয়:** ফেরাউন নিজেকে রব দাবি করত। মুসা (আ.) সাহসিকতার সাথে আসল রবের পরিচয় তুলে ধরলেন—যিনি আসমান-জমিনের স্রষ্টা।

৪. সারসংক্ষেপ:

অতীতের উপকার বা অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না। জালেমের চোখের সামনে সত্য কথা বলাই হলো প্রকৃত ঈমান।

প্রশ্ন-৪৪ | আয়াত নং ৫২ - ৬০
(واوحينا الى موسى... থেকে ... فاتبعوهم مشرقين পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

ফেরাউনের কবল থেকে বনী ইসরাইলকে নিয়ে মুসা (আ.)-এর হিজরত বা দেশত্যাগের ঘটনা এবং ফেরাউনের সদলবলে তাদের পিছু ধাওয়া করার দৃশ্য এখানে বর্ণিত হয়েছে।

২. অনুবাদ:

আমি মুসার প্রতি ওহী করলাম, "আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে বেরিয়ে পড়ো; নিশ্চয়ই তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।" অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে লোক জড়ো করার জন্য সংবাদদাদা পাঠাল। (সে বলল) "নিশ্চয়ই এরা (বনী ইসরাইল) তো ক্ষুদ্র একটি দল। এবং তারা আমাদের রাগান্বিত করেছে। আর আমরা তো সবাই সদা সতর্ক বা বড় দল।" অতঃপর আমি তাদেরকে (ফেরাউন ও তার দলকে) বের করে আনলাম তাদের উদ্যান ও ঝরনাধারা থেকে এবং ধনভাণ্ডার ও সুরম্য বাসস্থান থেকে। এরূপই ঘটেছিল, আর আমি ওইসবের উত্তরাধিকারী করলাম বনী ইসরাইলকে। অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তারা (ফেরাউন বাহিনী) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।

৩. তাফসীরঃ

- **রাতের সফরঃ** কৌশলগত কারণে আল্লাহ মুসা (আ.)-কে রাতে রওনা হতে বললেন।
- **ফেরাউনের দাম্ভিকতাঃ** ফেরাউন বনী ইসরাইলকে 'তুচ্ছ বাহিনী' বলে উপহাস করল, অথচ তাদের ধরার জন্য সে তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে বের হলো।
- **পরিণতিঃ** আল্লাহ ফেরাউনকে তার বিলাস-বহুল প্রাসাদ ও বাগান থেকে বের করে আনলেন ধ্বংস করার জন্য। তারা যা রেখে গিয়েছিল, পরবর্তীতে বনী ইসরাইল তার উত্তরাধিকারী হয় (ফিলিস্তিনে বা মিশরে ফিরে এসে)।

৪. সারসংক্ষেপঃ

আল্লাহর পরিকল্পনা সবার ঊর্ধ্বে। জালেমরা তাদের ক্ষমতা ও সম্পদের বড়াই করে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়, আর আল্লাহ মজলুমদের উদ্ধার করেন।

প্রশ্ন-৪৫ | আয়াত নং ৬১ - ৬৮
(فلما تراء الجمعن... থেকে ...وان ربك لهو العزيز الرحيم পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

লোহিত সাগরের তীরে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির অবতারণা। সামনে সমুদ্র, পেছনে ফেরাউনের বিশাল বাহিনী। এই সংকটময় মুহূর্তে মুসা (আ.)-এর অটল বিশ্বাস এবং সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়ার মুজিজা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

২. অনুবাদ:

যখন দুদল পরস্পরকে দেখল, তখন মুসার সঙ্গীরা বলল, "আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম!" মুসা বলল, "কখনোই নয়! নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার রব আছেন; তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।" অতঃপর আমি মুসাকে ওহী করলাম, "তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করো।" ফলে তা (সমুদ্র) বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড়ের মতো হয়ে গেল। আর আমি সেখানে অপর দলটিকে (ফেরাউন বাহিনী) কাছে নিয়ে আসলাম। এবং আমি মুসা ও তার সঙ্গীদের সবাইকে রক্ষা করলাম। অতঃপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে এক মহা নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। আর নিশ্চয়ই আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৩. তাফসীর:

- **তাওয়াক্কুল:** বনী ইসরাইল যখন ভয়ে কাঁপছিল, মুসা (আ.) তখন দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'কাল্লা' (অসম্ভব)! আল্লাহ আমার সাথে আছেন। এটি নবীদের তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর।
- **সমুদ্র ভাগ হওয়া:** লাঠির আঘাতে সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে ১২টি রাস্তা তৈরি হলো এবং পানি পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গেল। এটি ছিল মুসা (আ.)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজিজা।
- **ধ্বংস ও মুক্তি:** একই রাস্তা দিয়ে মুসা (আ.) পার হলেন, কিন্তু ফেরাউন নামতেই পানি এক হয়ে গেল। ঈমানদাররা পেল মুক্তি, আর কাফেররা হলো ধ্বংস।

৪. সারসংক্ষেপ:

চরম বিপদের মুহূর্তেও আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হয়। আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের অলৌকিকভাবে রক্ষা করেন এবং শত্রুদের সমূলে বিনাশ করেন।

প্রশ্ন-৪৬ | আয়াত নং ১০৫ - ১২২
(كذبت قوم نوح المرسلين... থেকে ... وان ربك لهو العزيز الرحيم পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

হযরত নূহ (আ.) ছিলেন প্রথম রাসূল যিনি শিরকের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিয়েছিলেন। এখানে তাঁর দাওয়াত, কওমের নেতাদের অহংকার এবং মহাপ্লাবনের মাধ্যমে তাদের ধ্বংসের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

২. অনুবাদ:

নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলল, "তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের রবের কাছে। অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।" তারা বলল, "আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব, অথচ নিচু শ্রেণীর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে?" নূহ বলল, "তারা কী কাজ করে সে সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই। তাদের হিসাব তো আমার রবের দায়িত্বে; যদি তোমরা বুঝতে! আর আমি মুমিনদের তাড়িয়ে দেওয়ার লোক নই। আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।" তারা বলল, "হে নূহ! তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তুমি পাথর মেরে হত্যা করা লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" সে বলল, "হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মুমিনদের রক্ষা করুন।" অতঃপর আমি তাকে এবং তার সঙ্গীদের একটি বোঝাই নৌযানে রক্ষা করলাম। এরপর বাকি সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে...

৩. তাফসীর:

- **নিঃস্বার্থ দাওয়াত:** নূহ (আ.) কোনো টাকার বিনিময়ে দাওয়াত দেননি। তাঁর দাওয়াত ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

- **শ্রেণীবৈষম্য:** কাফের নেতারা গরিব ও দুর্বল ঈমানদারদের 'ইতর' বা 'নিচু লোক' বলে অবজ্ঞা করত এবং তাদের বের করে দেওয়ার শর্ত জুড়ে দিত। নূহ (আ.) তা প্রত্যাখ্যান করেন।

- **দোয়া ও ধ্বংস:** যখন দাওয়াতের সব সীমা শেষ হলো, নূহ (আ.) ফয়সালার দোয়া করলেন। ফলে মহাপ্লাবনের মাধ্যমে আল্লাহ কাফেরদের ডুবিয়ে মারলেন।

৪. সারসংক্ষেপ:

ঈমানদারদের সামাজিক মর্যাদা দিয়ে বিচার করা যায় না। আল্লাহর কাছে তাকওয়াই সম্মানের মাপকাঠি। নবীর অবাধ্যতার শাস্তি হলো অনিবার্য ধ্বংস।

প্রশ্ন-৪৭ | আয়াত নং ১৪১ - ১৫২
(كذبت ثمود المرسلين... থেকে ... ولا يصلحون পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

পাথর কেটে ঘর নির্মাণে পারদর্শী সামুদ জাতি এবং তাদের নবী হযরত সালেহ (আ.)-এর ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে। তাদের স্থাপত্যশৈলী এবং বিলাসী জীবন সত্ত্বেও অবাধ্যতার কারণে তাদের পরিণতি কী হয়েছিল, তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

২. অনুবাদ:

সামুদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলল, "তোমরা কি সাবধান হবে না? নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না...। তোমরা কি এখানে যা কিছু আছে তাতে নিরাপদে থেকে যাবে?—উদ্যানসমূহ ও ঝরনাধারায়? এবং শস্যক্ষেত ও খেজুর বাগানে যার গুচ্ছগুলো কোমল ও সুস্বাদু? আর তোমরা পাহাড় কেটে দম্ভভরে বা নিপুণভাবে ঘর নির্মাণ করছ। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আর সীমালংঘনকারীদের আদেশ মেনো না—যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং সংশোধন করে না।"

৩. তাফসীর:

- **স্থাপত্যবিদ্যা ও বিলাসিতা:** সামুদ জাতি পাহাড় কেটে ঘর বানাতে খুব দক্ষ ছিল (যেমন: জর্ডানের পেত্রা বা সৌদি আরবের মাদায়েনে সালেহ)। তারা মনে করত এই পাথরের ঘরে তারা চিরকাল নিরাপদে থাকবে।
- **মুসরিফীন:** আল্লাহ তাদের সতর্ক করলেন যে, বিলাসিতা ও সীমালংঘনকারী নেতাদের (মুসরিফীন) অনুসরণ করলে ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু তারা শোনেনি, বরং সালেহ (আ.)-এর উটনীকে হত্যা করে আজাব ডেকে এনেছিল।

৪. সারসংক্ষেপ:

দুনিয়ার নিরাপদ বাসস্থান বা প্রযুক্তি আল্লাহর আজাব ঠেকাতে পারে না। দুর্নীতিপরায়ণ নেতাদের আনুগত্য জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন-৪৮ | আয়াত নং ১৭৬ - ১৮৯
(كذب اصحب لئيكة... থেকে ...انه كان عذاب يوم عظيم পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

হযরত শুয়াইব (আ.) এবং 'আসহাবুল আইকা' বা বন জঙ্গলের অধিবাসীদের (মাদিয়ানবাসী) ঘটনা। তারা ব্যবসায় ও মাপে কম দেওয়ার অপরাধে লিপ্ত ছিল। অর্থনৈতিক সততার গুরুত্ব এখানে ফুটে উঠেছে।

২. অনুবাদ:

আইকাবাসী রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। যখন শুয়াইব তাদেরকে বলল, "তোমরা কি ভয় করবে না? আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল...। তোমরা মাপ পূর্ণ করো এবং যারা ক্ষতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আর ওজন করো সঠিক দাঁড়িপাল্লা দ্বারা। মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে ঘুরে বেড়িও না। আর ভয় করো তাঁকে, যিনি তোমাদের এবং পূর্ববর্তী প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছেন।" তারা বলল, "তুমি তো জাদুগ্রস্তদের একজন। তুমি আমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও; আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের একজন মনে করি। যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আকাশ থেকে

এক টুকরো আজাব আমাদের ওপর ফেলে দাও।" শুয়াইব বলল, "তোমরা যা করো, আমার রব সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।" অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, ফলে 'ছায়াযুক্ত দিনের আজাব' তাদেরকে গ্রাস করল। নিশ্চয়ই সেটা ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি।

৩. তাফসীর:

- **অর্থনৈতিক অপরাধ:** শুয়াইব (আ.)-এর কওম মাপে কম দিত, ওজনে কারচুপি করত এবং মানুষের সম্পদ লুটত। এটি ছিল তাদের প্রধান অপরাধ।
- **আজাবু ইয়াওমিজ জুল্লা:** তারা আসমান থেকে আজাব চেয়েছিল। আল্লাহ তাদের ওপর প্রচণ্ড গরম চাপিয়ে দিলেন। এরপর একটি মেঘখণ্ড (ছায়া) এল। তারা ছায়ার নিচে আশ্রয় নিতেই সেই মেঘ থেকে আগুন বর্ষিত হলো। একেই বলা হয় 'ছায়াযুক্ত দিনের আজাব'।

৪. সারসংক্ষেপ:

ব্যবসায় সততা রক্ষা করা ঈমানের অঙ্গ। মাপে কম দেওয়া এবং দুর্নীতি করা এমন এক পাপ যা আল্লাহর গজব ডেকে আনে।

প্রশ্ন-৪৯ | আয়াত নং ২২৪ - ২২৭
(والشعراء يتبعهم الغاون... থেকে ... اى منقلب ينقلبون পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

সূরা আশ শুয়ারা (কবিগণ)-এর নামকরণের প্রেক্ষাপট এই শেষ আয়াতগুলো। কাফেররা কুরআনকে কবিতা এবং নবীকে কবি বলত। আল্লাহ এখানে বিভ্রান্ত কবি এবং সত্যবাদী ঈমানদার কবিদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

২. অনুবাদ:

আর কবিরা—তাদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ত লোকেরাই। তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতিটি উপত্যকায় (কল্পনার জগতে) উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? এবং তারা এমন কথা বলে যা তারা করে না। তবে তারা ছাড়া—যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করেছে এবং অত্যাচারিত হওয়ার

পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। আর জালেমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কোন গন্তব্যস্থলে তারা ফিরে যাবে।

৩. তাফসীরঃ

- **বাজে কবিতাঃ** জাহেলি যুগের কবিরা মিথ্যা প্রশংসা, নারীর বর্ণনা এবং অশ্লীলতা ছড়াত। তাদের কথায় ও কাজে মিল ছিল না। আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন।
- **ইসলামী কবিতাঃ** তবে যেসব কবি (যেমন হাসান বিন সাবিত রা.) ঈমান ও সত্যের পক্ষে কবিতা লেখেন এবং কাফেরদের অপপ্রচারের জবাব দেন, তাদের এই আয়াতের হুকুম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে (ইল্লাল্লাজিনা আমানু...)।
- **চূড়ান্ত হুঁশিয়ারিঃ** সূরার শেষ আয়াতে জালেমদের (মক্কার কাফেরদের) কঠোর হুশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, তাদের ফেরার জায়গা হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট (জাহান্নাম)।

৪. সারসংক্ষেপঃ

ইসলাম সাহিত্য বা কবিতার বিরোধী নয়, বরং মিথ্যা ও অশ্লীলতার বিরোধী। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কলম ধরাও এক প্রকার জিহাদ। অত্যাচারীদের পতন সুনিশ্চিত।